'জয়হরি গৌরহরি' বলি এই বোল।
সেখান হইতে যাত্রা করিল পাগল।।
পুনরায় সবে লয়ে গেল কলাতলা।
সেখান হইতে করে ওড়াকান্দী মেলা।।
গোলোক পুলক আদেশিল স্বপ্নাদেশে।
রসনা রসনা লুব্ধ ভাসে প্রেমরসে।।

জলে স্থলে নাম সংকীর্ত্তন

মতুয়ারগণ সব করিল গমন।
পদব্রজে চলে যায় বহুতর জন।।
পাঁচহাত মুখে এক নৌকা সাজাইয়ে।
উত্তর দেশীয় সবে যায় তরী বেয়ে।।
কীর্ত্তন করিছে সবে বাজাইছে খোল।
তারমধ্যে কেহ উঠে বলে হরিবোল।।
যে নায় উঠিলে লোক ধরে ত্রিশজন।
সে নৌকায় লোক উঠে বিয়াল্লিশ জন।।
বার-চৌদ্দজন লোক হইয়াছে বেশী।
নামসংকীর্ত্তন করে হ'য়ে মিশামিশি।।
দুই নৌকা জুড়ি' বাহে কেহ মারে লম্ফ।
তাহাতে নদীর জল হইতেছে কম্প।।
গোস্বামী গোলোক নাচে আনন্দহৃদয়।
কভু আগা নায় কভু যান পাছা নায়।।
গায়গায় মিশামিশি লোক সব ভীড়।
তার মধ্যে গোস্বামী উন্মত্ত, নহে স্থির।।
সকল মতুয়া নাচে করি জড়াজড়ি।
তার মধ্যে গোস্বামী করেছে দৌড়াদৌড়ি।।
হাতে হাতে ধরাধরি হইয়া সবায়।
তার নীচ দিয়া প্রভু যান আগা নায়।।
যখনে সকলে বসি নামপদ গায়।
লম্ফ দিয়া গোস্বামী পড়েন পাছা নায়।।
নদীমধ্যে যত লোক নৌকা' পরে ছিল।
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে নিকটে আসিল।।
সব নৌকা গিয়া গোস্বামীর নৌকা ধরে।
সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও হরিনাম করে।।
যতসব বাজে নৌকা হ'ল আগুয়ান।
সবে বলে হরি হরি হিন্দু মুসলমান।।
জলমগ্ন লোক যথা ভুলে যায় জল।
তেমনি সকলে বলে 'বল, 'হরিবল।।
পদধরি গান করে ঈশ্বরাধিকারী।
উঠেছে তরঙ্গ নাচে মধুমতী নারী।।
অক্রুর বিশ্বাস আগা নৌকার *চরাটে।
দাঁড়ায়ে কীর্ত্তন করে হাতে ল'য়ে বৈঠে।।
হাতে বৈঠা লম্ফ দিয়া নেচে নেচে উঠে।
গোস্বামী লাফিয়ে পড়ে তাহার নিকটে।।
পাগল শুইয়া পড়ি ডাকে হরিচাঁদে।
অক্রুর দাঁড়ায়ে তার দুই পদ মধ্যে।।
যেন দুই দাঁড় দুই পার্শ্বে নৌকা বায়।।
হস্ত দিয়া সেই মত নৌকা টেনে যায়।।
চারি ছয় দাঁড়ে নৌকা যেই মত চলে।
সেইমত নৌকা চলে হস্ত-টান বলে।।
গোস্বামীর নৌকা সঙ্গে যত নৌকা ধরা।
সব নৌকা সেই মত চলিল সুধারা।।
যত নৌকা ধরাধরি করিছে আসিয়ে।
বাহ্য-জ্ঞান নাহি কারো প্রেমে মত্ত হ'য়ে।।
সময় সময় কারো বাহ্যস্মৃতি হয়।
চাহিলে পাগলপানে তাহা ভুলে যায়।।
হেনকালে জয়পুরবাসী চারিজন।
হৃদয়, সীতানাথ, ভোলানাথ, রাইচরণ।।

* *চরাট-নৌকার দুই মাথায় বসিবার তক্তা।*